থেকে ডিজাইন পাওয়া গেলে ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসের মধ্যে দ্রুততম সময় স্ক্যানারগুলো স্থাপন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৩.২ আলোচনায় অংশ নিয়ে মংলা কাস্টম হাউসের কমিশনার বলেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যে স্ক্যানারটি পাওয়া যাবে সেটি ছাড়াও মংলা কাস্টম হাউসে আরো ৩টি স্ক্যানার অতি জরুরী। এ খাতে বর্তমান অর্থ বছরে ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ টাকায় কাঙ্খিত স্ক্যানার ক্রয় করা সম্ভব নয়। সে কারণে আরো ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে। অধিকন্তু এ সকল স্ক্যানার অন্তর্ভুক্তির জন্য মংলা কাস্টম হাউসের টিওএন্ডই সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৩ চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কমিশনার বলেন যে ইতোমধ্যে এ, কাস্টম হাউসের ৪টি স্ক্যানার কাজ করছে। এছাড়াও আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ১টি স্ক্যানার পাওয়া যাবে। কিন্তু চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের মত বৃহৎ একটি কাস্টম হাউসের স্ক্যানিং সিস্টেম চালু রাখার জন্য তা নিতান্তই অপ্রতুল। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের স্ক্যানিং কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে আধুনিকায়ন করতে হলে বর্তমান অগ্রবর্তী প্রযুক্তির আরো অন্তত ৬টি স্ক্যানার প্রয়োজন।

৩.৪ শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলোচনায় অংশ নিয়ে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্ক্যানার স্থাপনের বিলম্বের কারণে উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, কাস্টম হাউসসমূহে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ২/৩টি স্ক্যানার সার্বক্ষনিক স্ট্যান্ডবাই রাখা সমীচীন। যদি কোন কারণে কোন নির্দিষ্ট স্ক্যানার কাজ না করে তাহলে এ সকল বিকল্প স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যানিং এর কাজ অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন যে, প্রতিটি এয়ারপোর্টে ৭টি করে হিউম্যান স্ক্যানিং ডিভাইস স্থাপন করলে সর্বোচ্চ ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে কিন্তু এতে করে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে বহুগুন। উল্লেখ্য যে, গত বছর ১০০ কোটি টাকার স্বর্ণ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিক্রি করা হয়েছে। এ বছর এর পরিমান আরো বাড়বে।

৩.৫ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব প্রেরণে বিলম্বের কারণ জানতে চান। এ বিষয়ে সহকারী প্রকল্প পরিচালক জানান যে প্রকল্প পরিচালক সার্বক্ষনিক চট্টগ্রামে অবস্থান করায় সমন্বয়ের অভাবে প্রস্তাব প্রেরণ বিলম্ব হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনাকাঙ্খিত বিলম্ব হবে না বলে সভায় আশ্বস্থ করেন।

৩.৬ বেনাপোল কাস্টম হাউসের কমিশনার বলেন যে, তিনি পরিদর্শন করে প্রকৃত চাহিদা জানাতে পারবেন। এক্ষুনি তার পক্ষে প্রকৃত চাহিদা বলা সম্ভব হচ্ছে না। এ পর্যায়ে সভাপতি সকল কমিশনারকে নিজ নিজ কাস্টম হাউসের নিড এ্যাসেসমেন্ট (চাহিদা নিরুপন) করে প্রকৃত চাহিদার কথা জানাতে বলেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, Equipment should get most priority. আমরা ভবিষ্যতের জন্য কাজ করছি। সুতরাং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অত্যাধুনিক স্ক্যানার ক্রয়ের প্রস্তাব পাওয়া গেলে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে কাস্টম হাউসগুলোতে যুগোপযোগি স্ক্যানিং সিস্টেম চালু করা সম্ভব হবে।

৩.৭ ঢাকা কাস্টম হাউসের কমিশনার আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্রয়োজনানুগ স্ক্যানার রয়েছে। বর্তমানে এ কাস্টম হাউসের জন্য ডুয়েল ভিউ মডার্ন স্ক্যানার প্রয়োজন। তবে এটি ঢাকা কাস্টম হাউসের টিওএন্ডইতে অন্তর্ভূক্ত নেই। এটি অন্তর্ভূক্তি আবশ্যক। এছাড়াও তিনি জরুরী ভিত্তিতে স্ক্যানিং মেশিন অপারেটর নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে প্রশিক্ষিত এ সকল জনবল একই পদে বিভিন্ন কাস্টম হাউসে বদলির ব্যবস্থা করা গেলে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

৪.০ সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনার শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

৪.১ "চট্টগ্রাম, মংলা, আইসিডি কমলাপুর এবং বেনাপোল কাস্টম হাউসের জন্য স্ক্যানার ক্রয়" শীর্ষক প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর মেয়াদকাল ৬ মাস বৃদ্ধির (জুন, ২০১৭ পর্যন্ত) ব্যবস্থা নিতে হবে;